হিতবোধ।

{ কন্যাপ্যেবং পালনীয়া
শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। }

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপ মহারাজাধিরাজ
বাহাদুরের অনুগ্রহে
প্রকাশিত।

শ্রীগোপীনাথ দাসগুপ্ত-প্রণীত
শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন কর্ত্তৃক
পরিশোধিত

বর্দ্ধমান
সত্যপ্রকাশযন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম দেব চট্টরাজ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৭।
মূল্য ৶০ আনা।

আবেদন।

দেশ-হিতৈষী বর্দ্ধমানাধিপ শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে একান্ত অনুরাগী দেখিয়া, আমি সাহসী হইয়া বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের অধ্যয়নের উপযোগী এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম। কিন্তু আমার এমত সঙ্গতি নাই যে অর্থব্যয়-দ্বারা ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করি। চিরকাল উদ্যোগ করিলেও যে মুদ্রাঙ্কনের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই। অতএব বহু পরিশ্রম-সাধ্য পুস্তকখানি অনর্থক না হইয়া মহতের অনুগ্রহে যদি কিঞ্চিন্মাত্র দেশের উপকার করিতে শক্য হয়, তাহা হইলেও সার্থক হইবেক, এই ভরসায় এবার শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের আশ্রয়ে উপনীত হইল। ইতি

শকাব্দাঃ ১৭৮৭। চৈত্র

[নিবাস বর্দ্ধমানান্তঃপাতি শ্রীখণ্ড।

শ্রীগোপীনাথ দাসগুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

"এই ক্ষুদ্র পুস্তক-দ্বারা বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদের শিক্ষা বিষয়ে কথঞ্চিৎ আনুকূল্য হইবেক" মাদৃশ অল্পবুদ্ধি লেখকের এমত দুরাশয় পরিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কি? তবে "সদুপদেশ যত সংগৃহীত হয়, ততই উত্তম; তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না" এই বিবেচনায় যদি কোন বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ ইহা পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সার্থক হইবেক; কেবল এই ভরসায় এই "হিতবোধ" প্রণীত হইল। এখন সহৃদয় মহোদয়গণের সমীপে দোষাশ্রিত বলিয়া ঘৃণিত না হইলেই চরিতার্থ হই।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতির সভাপণ্ডিত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি সংশোধন করিয়াছেন---বলিয়াই ইহা মুদ্রিত করিতে সাহসী হইলাম। ইতি

শ্রীগোপীনাথ দাসগুপ্ত।

হিতবোধ।

প্রথমাধ্যায়।

বালিকাগণ! এখন তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ, এ অবস্থায় অশন বসন প্রভৃতি যাহা কিছু তোমাদের প্রয়োজনীয়, তাহা পিতা মাতা যত্ন-পূর্ব্বক তোমাদিগকে আহরণ করিয়া দিতেছেন। যখন যাহাতে তোমাদের অভিলাষ হইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ হউক, বা কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হউক, প্রাপ্ত হইতেছ। ফলতঃ এখন তোমাদের জীবন যাত্রা যাপন জন্য আবশ্যকীয় কোন বিষয়েরই অভাব নাই, এবং সাংসারিক কোন কার্য্যের জন্য তোমাদের আয়াস করিবারও আবশ্যক নাই। সমুদায় জীবনকালের মধ্যে একপ অবকাশ আর কখনই পাইবে না। বিদ্যা শিক্ষার এই উপযুক্ত সময়; এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যত যত্ন ও পরিশ্রম করিবে, ততই পরিণামে জ্ঞান লাভের পথ সুগম হইবে। এখন

সাংসারিক কোন প্রকার চিন্তাই তোমাদের মনকে অধিকার করিতে পারে নাই। সেই মনেতে বিদ্যার আলোচনা ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়কে স্থান দান করিও না। এখন তোমাদের স্মৃতিশক্তির সহিত কোন গুরুতর ব্যাপারের সংস্রব হয় নাই, এই সময়ে তাহাকে বিদ্যা-বিষয়ক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ কর, যাহাতে সে বৃথা ভার বহনে কখনই প্রবৃত্ত না হয়। তোমাদের রসনা এখন অন্য কোন বিশেষ রসের আস্বাদন করে নাই, তাহাকে বিদ্যা-রসের অমৃতময় আস্বাদন প্রদান কর, যে, সে আর কখন সামান্য রসের প্রত্যাশায় লালায়িত হইবেক না। এখনও তোমাদের মনের বৃত্তি সমুদায় নূতন উদ্ভূত অঙ্কুরের ন্যায় কোমল রহিয়াছে, তাহাদিগকে যে দিকে যে ভাবে রাখিতে চেষ্টা করিবে, সেই দিকে সেই ভাবে থাকিয়া উত্তর-কালে উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। অতএব তোমরা এই বেলা বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগ কর, অবশ্যই জ্ঞান লাভ-দ্বারা আত্মাকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবে।

বাল্যকাল জীবন যাত্রার প্রথম সোপান-স্বরূপ। এই জন্য তাহা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ যে যে

পথে পদ অর্পণ করিতে হয়, তাহাতে (অর্থাৎ যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে) যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা কি প্রণালীক্রমে নির্ব্বাহ করিলে, সমুদায় জীবন-কাল সুখ স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইতে পারে, তৎসংক্রান্ত উপদেশ-রাশি সংগ্রহ করিতে থাকা বালক ও বালিকাদের প্রধান কার্য্য। কারণ যেমন কোন গম্য স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তত্রস্থ লোকের আচার, ব্যবহার, স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য ও জীবিকার উপায় অবগত না থাকিলে, তথায় প্রথম আগত লোকের কাল যাপন করা কঠিন বোধ হয়, সেই রূপ শিক্ষিত-পূর্ব্ব না হইলে, বাল্য-দশার পর যৌবন-দশায়, যৌবন-দশার পর প্রৌঢ়-দশায়, প্রৌঢ়-দশার পর বৃদ্ধ-দশায় উপনীত হইলে, কি প্রকারে তৎতৎকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সকল সুশৃঙ্খল-রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। যদিও স্বাভাবিক অবস্থা-বিশেষের কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিবার জন্য মনুষ্যের নৈসর্গিকী ক্ষমতা স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু যেরূপ "অন্ন ব্যঞ্জন আদি ভোজনীয় দ্রব্য সকল ভোজন করিতে হয়," এই মাত্র জানিয়াই ভোজন কার্য্য

সম্পাদন করিতে পারা যায় না; ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার নিয়ম-সমুদায় উত্তম-রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক করে; তদ্রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তের পর তৎকালোচিত ব্যবহারাদি অন্যের দেখিয়া শুনিয়া বা যে কোন প্রকারে হউক সম্পাদন করিতে শক্য হইলেও কি প্রণালীক্রমে কার্য্য করিলে, তাহার সুশৃঙ্খলা হইতে পারে, তাহা অবগত থাকা কর্ত্তব্য। যে কোন ব্যাপার হউক, নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন না হইলে, হয় ত তাহার উদ্দেশ্য বিপরীত হইয়া উঠে; না হয় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে না অথবা তাহা এমত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, যে, পূর্ব্বে সহজ উপায়ে সম্পাদনের উপযুক্ত থাকিলেও, পরিণামে অতিমাত্র জটিল ভাব ধারণ-পূর্ব্বক কর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। অতএব পরিণাম-দর্শিতা-লাভ-হেতু বাল্য কালেই যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সুনিয়ম সকল শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বালিকাগণ! ভাবিয়া দেখ, তোমরা পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়া প্রথমে কি রূপ অবস্থায় ছিলে? এখনই বা কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ? ইহার

পর যত বয়স-বৃদ্ধি হইবেক, ততই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উপস্থিত হইতে থাকিবেক। "এইরূপ অবস্থা-ভেদে পর্য্যায়ক্রমে সাংসারিক ব্যাপার-সকল সম্পাদন-পূর্ব্বক সুখভোগ করিব" বোধ হয় কখন কখন এবম্বিধ প্রত্যাশা অবশ্যই তোমাদের মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে? কালক্রমে অবস্থা-ভেদ হইলে সেই অভিপ্রেত সমুদায়ও ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হইবেক তাহার সংশয় নাই। এক্ষণে যে শরীর ও জীবনের বর্ত্তমানতা দৃষ্টে তাদৃশী ভাবিনী আশা সফলা হইবে নিশ্চয় করত আশ্বাস করিতেছ, সেই অস্থিমাংস-যুক্ত শরীর ও আশ্চর্য্যময় জীবন, কেবল পরম পূজনীয় পিতা মাতা হইতে সমুৎপাদিত হইয়া, তাঁহাদেরই অসীম করুণা ও অসাধারণ যত্নে লালিত ও রক্ষিত হইয়া, এত দিনে সক্রিয় হইয়াছে। যদি তাঁহারা ভ্রমক্রমেও ক্ষণমাত্র নির্দ্দয় হইয়া অযত্ন করিতেন, তাহা হইলে কোন্ দিনে কাল-গৃহীত হইত, এবং "সংসার-ক্ষেত্রে অন্য অন্য লোকের ন্যায় সক্ষম হইয়া মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিব," বলিয়া মনে মনে যত আশা করিয়াছ, সে সমস্তও একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইত, সন্দেহ কি? অতএব

বিবেচনা করিয়া দেখ, পিতা মাতা কি মহৎ ও কি উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বস্তু। ফলতঃ এই পৃথিবী মণ্ডলে তাঁহাদের তুল্য আশ্রয়, তাঁহাদের তুল্য হিতকারী, তাঁহাদের তুল্য আত্মীয় ও তাঁহাদের তুল্য কৃপাময় আর কেহই নাই। সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র আরাধ্য, তাঁহারাই একমাত্র শরণ্য, তাঁহারাই একমাত্র ভক্তিভাজন ও তাঁহারাই একমাত্র প্রভু। তাঁহাদের শুশ্রূষা সাধন, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন, তাঁহাদের সন্তোষ জনন ও তাঁহাদের সুখ সম্পাদন করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ জীবনের সার্থকতা করা হয়। যে প্রকারে হউক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, যথাসাধ্য তাঁহাদের প্রয়োজন সমাধা করিতে পারিলে, অবিরত তাঁহাদের অনুগত থাকিতে পারিলে, ও যাবজ্জীবন তাঁহাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনেকাংশ সম্পূর্ণ করা হয়, কি প্রকারে এই সকল ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহার উদ্দেশেই সমুদায় জীবিত কাল ক্ষেপণ করা উচিত কার্য্য।

মনে কর, পরিবারের মধ্যগত যে সকল লোক, তোমাদের শৈশব-সময়ে লালন পালন বিষয়ে সা-

হায্য করিয়াছেন, এবং স্নেহ প্রকাশ-পূর্ব্বক অনেক সময়ে পিতা মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা কেমন সহজ বন্ধু! বিবেচনা করিতে হইলে, তাঁহাদের কৃত কার্য্যের পরিশোধ ও প্রত্যুপকার-দ্বারা তাঁহাদের উপকারের অনুকরণ কখনই করা যাইতে পারে না। যেহেতু তাঁহারা যে সময়ে তোমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, সে সময়ে তাঁহাদের অভাবে কত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা ছিল, কেবল তাঁহাদের সাহায্য থাকাতেই সেই সম্ভাবিত অনিষ্ট হইতে তোমরা রক্ষা পাইয়াছ। ফলতঃ তাঁহারাও মাতা পিতার ন্যায় তোমাদের জীবনের অদ্বিতীয় সহায়। অতএব তাঁহাদের সন্তোষ-সাধন ও উপকার বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে রূপ ব্যবহার করিলে, তাঁহাদের সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয়, ভক্তির কার্য্য করা হয়, এবং তাঁহাদের মনের মধ্যে অসন্তোষ জন্মিতে না পারে, তাহাই করা বিধেয়।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সাহচর্য্য মনে হইলে, কে না স্বীকার করে, যে, তাঁহাদের ন্যায় উপকারী আর নাই। বস্তুতঃ জীবনের সম্বন্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যাদৃশ হিত চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাতে পৃথিবী-

তবে তাঁহারাই প্রধান বন্ধু বলিতে হয়। বিবেচনা করিলে, তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের এই সজীব শরীর সম্পূর্ণ-রূপে পটুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করাতেই আমোদ-সহকারে গমন, ধাবন, কুর্দ্দন, ক্রীড়া, কৌতুক, রাগ ও দ্বেষ-প্রভৃতির অনুকরণ-দ্বারা তৎসমুদায়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের দ্বারা কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরিণামে তাঁহাদের সাহায্যে যে কত শত বিপৎ দূরিত হইবার আশা বদ্ধ-মূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? প্রণয় কি উত্তম পদার্থ! সৌহার্দ্দ-সুখ কি রমণীয়! বিশ্রব্ধ আলাপ কি মধুর! ও সহা - সহবাস কি সুখকর! তাহা তাঁহাদের হইতেই অনুভব করিতেছি। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ সহোদর ও জ্যেষ্ঠা সহোদরার স্নেহ ও কারুণ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদর ও কনিষ্ঠা সহোদরার ভক্তি ও আনুগত্য স্মরণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞানে কত সন্তোষই লাভ করিতেছি। যাঁহারা এরূপ সুখের নিদান, তাঁহাদের সহিত কি প্রকার ব্যবহার বিহিত, তাহা উপদেশ-দ্বারা বলিয়া দিলে, পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, তবে

সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই হইতে পারে যে, যাহার আধার বলিয়া, শরীর রক্ষার্থ অশেষ প্রকারে উদ্যোগ করা যায়, সেই জীবন ও শরীরের প্রধান অনুবল-স্বরূপ স্বাভাবিক বন্ধু ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সম্বন্ধে কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহার কোন পৃথক নিয়ম আছে ইহা বিবেচনা না করিয়া আপন প্রাণ ও শরীরের জন্য যে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের নিমিত্তেও তাহাই করা উচিত এবং আপনার সুখ-সম্পাদন জন্য যাদৃশ যত্ন ও উদ্যোগ করিতে হয়, তাঁহাদের নিমিত্তেও তাদৃশ যত্ন ও উদ্যোগ পূর্ব্বক সুখ-অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য।

আমরা পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ, এই জন্য প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করি, প্রতিবাসিদের দ্বারা যে প্রকার আনুকূল্য লব্ধ হয়, তাহার-দ্বারা আমারা বিবিধ-বিষয়ে উপকৃত হই, তাহা না হইলে বোধ হয় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন হইয়া উঠিত। একতঃ অনেকের একত্র সমাবেশ হওয়ায়, দুর্নিবার্য্য শত্রু-সমূহ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না, যদিও কোন প্রকারে আক্রমণ করে, প্রতিবাসিদের সাহায্যে তাহা অনায়াসে নিবারিত হইতে

পারে। দ্বিতঃ যখন কোন দুঃসময় বশতঃ অভা-বনীয় ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখন আপন সামর্থ্যে তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইলেও, প্রতিবাসি-দের প্রচুর-সাহায্যে তাহা একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। ত্রিতঃ যাহার পিতা, মাতা ও সহোদর আদি কেহই নাই, প্রতিবাসিগণ তাহার সেই সকল স্থানীয় হইয়া, তাহার তজ্জনিত দুঃখের সম্ভাবনাও রাখেন না। দেখ, সংসার আশ্রমে প্রতিবাসিগণ কেমন সহায় ও কেমন উপকারী! তাঁহাদের তাদৃশ উপকারের প্রত্যুপকার করা সামান্য ব্যাপার নহে! তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের তুল্য ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। যেমন আপন পরিবারগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে আয়াস ও যত্ন করা আব-শ্যক, প্রতিবাসিদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সেইরূপ যত্ন করা, সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গে সম্ভাব-বন্ধন করা, যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন তাহারই চেষ্টা করা, কোন প্রকারে কলহ বা কটু উক্তি-দ্বারা উত্ত্যক্ত না করিয়া সৌহার্দ্দ প্রকাশ করা ও কি শরীর, কি মন, কি অর্থ যদ্দারা হউক যথাসাধ্য তাঁহাদের আনুকূল্য করা বিধেয়। যেমন প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনার ভরণ পোষণের জন্য চেষ্টা করিতে হয়, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ না হউক, অন্ততঃ দিনান্তে এক একবার করিয়াও প্রতিবাসিদের প্রতি-গৃহে গমন-পূর্ব্বক তত্ত্ব অবধারণ করিতে থাকা, বি-পন্ন প্রতিবাসীর বিপদ নিবারণ হেতু অনুবল হওয়া এবং সৎ উপদেশ ও সৎ পরামর্শ প্রদান-দ্বারা প্রতি-বাসিদের চরিত্র শোধন করা, প্রতিবাসীর অবশ্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য। যে ব্যক্তি তাহাতে অবজ্ঞা বা তা-চ্ছল্য প্রদর্শন করে, প্রতিবেশিমণ্ডল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অরণ্য বাস করাই তাহার উপযুক্ত, সে ব্যক্তি সহবাস-জনিত অতুল্য-সুখের অধিকারী হইতে পারে না, তাহাকে লোক-সমাজে সর্ব্বদাই ঘৃণাপাত্র হইয়া থাকিতে হয়, তাহাকে কেহই শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে না; এরূপ লোকের জীবন নিতান্ত অপদার্থ ও অসার।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

বালিকাগণ! তোমাদের পিতৃগৃহ চিরকাল বাসের নিমিত্ত নয়। যেমন ন্যস্ত সম্পত্তির রক্ষক, যে পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তির অধিকারীর হস্তে তাহা সমর্পণ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত আপন প্রাণ অপেক্ষা যত্ন পূর্ব্বক তাহার রক্ষা করে, সেই সম্পত্তি, তাহার অধিপতিকে সমর্পণ করিতে পারিলে আপনাকে নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক বোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাল্যকালে যে জনক জননীর স্নেহ-সম্বলিত পরম সুখে প্রতিপালিত হইতেছ, তাঁহারা কেবল অন্যের ন্যস্ত-ধনের ন্যায় তোমাদের প্রতিপালন করিতেছেন; যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত পাত্রদের হস্তে তোমাদিগকে সম্প্রদান করিয়া অবসর লইবেন। তদবধি তোমাদিগকে সেই গ্রহীতাদের সহিত আ-জীবন একত্র বাস করিতে হইবেক। সেই অবধি সেই গ্রহীতারাই তোমাদের সমস্ত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী প্রয়োজন সাধনের ভার গ্রহণ

করিবেন। সেই অবধি তাঁহারাই তোমাদের সুখ দুঃখের বিধাতা হইবেন। সেই অবধি তাঁহাদের ভবনই তোমাদের নিবাসস্থল-রূপে পরিকল্পিত হইবেক। সেই অবধি তাঁহাদের স্বগণবর্গ তোমাদের স্বগণ হইবেক। সেই অবধি তাঁহাদের জনক জননী তোমাদের জনক জননীর স্থানীয় হইবেন। সেই অবধি তাঁহাদের সম্পত্তিতে তোমাদের সমান অধিকার হইবেক। সেই অবধি তোমাদের শরীর, মন, জীবন, প্রণয় ও সৌহার্দ্দ-প্রভৃতি সমুদায় সেই পাণি-পীড়কদের প্রতি অর্পিত হইবেক। সুতরাং সেই অবধি তোমাদের অবস্থার পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইবেক, সন্দেহ নাই। অতএব সেই অবধি জীবনের অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইবেক, তাহা সুসম্পাদন হেতু উপদেশ সকল এই বেলা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ কর।

যদিও এ দেশের নিয়ম ক্রমে তোমাদিগকে বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতে হইতেই উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইতে হয়, উদ্বাহের যথার্থ উদ্দেশ্য ও পাণি-গ্রহীতার সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ তৎকালে তোমাদের উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং যে পাত্রে-পাণি-দান

করা হয়, সে ব্যক্তি কি প্রকার স্বভাব-সম্পন্ন ও কি প্রকার গুণের আস্পদ তাহা কিছু মাত্র অবগত হইতে পার না; তথাপি এই সংসারে সেই ব্যক্তিই তোমাদের এক মাত্র অবলম্বন ও সুখ দুঃখের বিধাতা, তাহার সংশয় নাই। সে ব্যক্তি কুৎসিত হইলেও তাঁহাকে অনিন্দিত, নির্দ্দোষ ও গুণবান্ স্থির করিতে হইবেক। যেহেতু জ্ঞান-কৃত বা অজ্ঞান-কৃতই হউক, যথা-শাস্ত্র যাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করা হয়, প্রাণ গেলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নয়। স্ত্রীজাতি অবলা ও আশ্রয়-জীবিতা বলিয়া তাহাদিগের সমুদায় ভার-গ্রহণকারী এক মাত্র স্বামী। স্বামী ব্যতিরেকে তাহাদের অবাধে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার বিশেষ কোন উপায় নাই। এই জন্য স্বামীই তাহাদের অদ্বিতীয় আশ্রয় ও পরম পূজনীয় বস্তু। যখন স্বামীর সহিত এরূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন তাঁহার পরিচয়-স্থলে অধিক কথার উল্লেখে প্রয়োজন কি? কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার বিহিত তাহাও জ্ঞাত হইতে পারে। কিন্তু অনুপদিষ্ট ব্যক্তি সুবুদ্ধিশালী হউক না কেন

ভাবী ব্যাপার সমাধা নিমিত্ত তাহাকেও সম্যক্ প্রকারে উপদিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

স্বামী যে কি পদার্থ তাহা যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত না হয়, সে পর্য্যন্ত বালিকারা স্বামী-সহবাস কৃতান্ত সহ-বাসের ন্যায় বোধ করে। বস্তুতঃ সহসা অপরিচিত-পুরুষের সহিত সহবাসে বালিকা দূরে থাকুক, প্রৌঢ়াদেরও ভয় জন্মিবার সম্ভাবনা। ক্রমশঃ বয়স্-বৃদ্ধি হইলে আর সে ভয় থাকে না। ভয় অন্তরিত হইলে স্বামী-সহবাসে প্রবৃত্তি জন্মিতে আরম্ভ হয়। এই প্রবৃত্তি সদ্ভাবে পরিণত হওয়াই আবশ্যক। স্বামীর সহিত সদ্ভাব না জন্মিলে, সমুদায় সংসার নিতান্ত দুঃখময় হইয়া উঠে, সমুদায় সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, সমুদায় জীবিত কাল অতি কষ্টে অতি-বাহিত হইতে থাকে এবং যাহার তুল্য প্রিয়তম আর নাই সেই জীবনও ভারস্বরূপ বোধ হয়। সদ্ভাব বিনা কোন প্রকার সুখ লাভ করিতে পারা যায়না। অতএব যাহাতে স্বামীর সহিত অকৃত্রিম প্রণয় উৎ-পন্ন হয়, একান্ত মনে তাহারই চেষ্টা করা অতীব প্রধান কার্য্য।

অনেক স্ত্রী কুৎসিত পতিকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা

ও অযত্ন করিয়া থাকে। এরূপ ব্যবহার কেবল যে নিন্দনীয় তাহা নয় দুঃখেরও নিদান-স্বরূপ হইয়া উঠে। কেননা ঐহিক যাবতীয় সুখ যাঁহার সহবাসের অপেক্ষা করে, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যের প্রত্যাশা রাখিয়া ঘৃণা করিলে, সুখের পথে এক বারে কণ্টক বিকীর্ণ করা হয়। কোন কোন স্ত্রী, স্বামী নির্গুণ হইলে তাঁহাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, বাস্তবিক গুণ ব্যতিরেকে নির্গুণ পদার্থের আস্বাদনে অভিলাষিত সুখের ইচ্ছা কখনই সম্পূর্ণ হয় না যথার্থ বটে, কিন্তু ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, যাহার অভাবে যে প্রার্থিত বিষয়ের অল্পমাত্রও লব্ধ হইবার উপায় নাই, তাহা বর্ত্তমানে কথঞ্চিৎ ইষ্টলাভেরও সম্ভাবনা আছে, এইরূপ বিবেচনাকে বিসর্জ্জন দিলে, তৎসঙ্গে আপন সুখকেও বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। অতএব স্বামী কুরূপ বা নির্গুণ হইলেও তাঁহাকে সুরূপ ও গুণবান্ বোধ করাই শ্রেয়। সদ্ভাব-জনিত সুখ মনে করিলেই পাওয়া যাইতে পারে না; পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া, অকপটে প্রণয় সংস্থাপন করাই সুখের উপায়। একমাত্র বাহ্যিকরূপ ও গুণের উপর নির্ভর

করিলে, আন্তরিক প্রণয় কখনই উৎপন্ন হইতে পা-রেনা, এই জন্য বাহ্য নিদর্শনের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া অন্তরের নিদর্শন প্রদর্শন করিবার নিমিত্তে যত্ন করা বিধেয়। তাহাতে যদি অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তথাপি অনুপায় না ভাবিয়া যাহাতে ঐক্য জন্মিতে পারে, একান্ত মনে তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। মনে কর, হয় স্বামীর দোষে, না হয় তোমার দোষে প্রণয়ের অভাব হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। যদি তোমার দোষে হয়, তবে স্বামীর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত হইলে, পরিণামে আপনারই অনিষ্ট হইতে পারে। এই অনিষ্ট নিবারণের উপায় ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা। মনের মধ্যে ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা থাকিলে শুষ্ককাষ্ঠবৎ মনুষ্য হইতেও প্রীতিরস সঞ্চয় করা যাইতে পারে। যাহার মনে ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা থাকে, পরিশেষে তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে অবিরত সহবাস-দ্বারা অনুরাগ সমুৎ-পাদিত হইলে, যেমন ক্রমে ক্রমে বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, বিশ্রী হইলেও কেহ মুকুর তলে স্বীয় আস্যকে বিশ্রী বোধ না করিয়া সুশ্রীই বোধ করিয়া থাকে; সেইরূপ সেই কুৎসিত স্বামীই আবার নি-রূপম সৌন্দর্য্যশালী বোধ হয় ও গুণহীন স্বামীও

অসীম গুণরাশি-সম্পন্ন প্রতীয়মান হইতে থাকে।

সংসার মধ্যে যাবতীয় ব্যাপার সুখকর বলিয়া নিরূপিত আছে, দাম্পত্যের নিকটে সমুদায়ই পরাজিত হইয়াছে। দাম্পত্যের তুল্য প্রয়োজনীয়, দাম্পত্যের তুল্য অভিলষণীয়, দাম্পত্যের তুল্য কমনীয় ব্যাপার আর নাই। এমন জন্তু নাই যে দাম্পত্য সুখে তাচ্ছল্য করিয়া থাকে, কি দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া অন্য সুখে তৎসদৃশ তৃপ্তি লাভ করে, কিম্বা সমুদায় জীবিত কালের মধ্যে সে সুখের প্রয়াস না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। অপরিসীম সম্পত্তিই থাকুক, অসংখ্য সেবক সেবিকা সম্বলিত নানা প্রকার প্রিয়জনক ব্যাপারই থাকুক, প্রচুর বিদ্যাধনই সঞ্চিত থাকুক, যাবতীয় আত্মীয় ও বন্ধুগণ অনুগত-ভাবে বর্ত্তমান থাকুক, কিছুতেই দাম্পত্য সুখের অনুরূপ সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি কোন অপ্রতিকার্য্য কারণে বা কোন প্রকার নৈসর্গিক দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়, তাহার ন্যায় দুঃখ জনক ঘটনা কিছুই নাই। কালক্রমে ও ঘটনাক্রমে অন্যান্য সকল দুঃখেরই অবসান হইবার ভরসা আছে,

কিন্তু জীবন সত্ত্বে এ দুঃখের শেষ হয় না। যদিও জীবন পরিত্যাগ করিলে দাম্পত্য সুখের অভাব-জনিত দুঃখানল নির্ব্বাণ হইল বলিয়া আশু প্রতীয়-মান হয় বটে, তথাপি তাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বোধ হয়, লোকান্তরিত লোকের সহিত পুনঃ সন্দর্শন লাভের উপায় থাকি-লে, সেই ত্যক্ত-জীবন ব্যক্তির দাম্পত্য সুখের অস-দ্ভাব নিমিত্ত হৃদয় বিদীর্ণ-কারক আক্ষেপও সর্ব্বদা শ্রুতিগত হইতে থাকিত। ফলতঃ বরং দাম্পত্যের ঔৎকর্ষ্য বর্ণনে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্রমে ক্রমে ক্ষেপণ হইতে পারে, তথাচ লেখনীর বিশ্রাম করা যাইতে পারে না।

দাম্পত্য সুখের যে প্রকার উত্তমতা বর্ণিত হইল, প্রণয় তাহার নিদান। স্ত্রী পুরুষ পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া, অক-পটে এক মন, এক শরীর, এক আত্মা ও এক নিষ্ঠা ভাব ধারণ করিতে পারিলেই, দাম্পত্য সুখের অধি-কার করিতে পারা যায়, এক মাত্র প্রণয়ই এ সুখের সম্পাদক; অতএব প্রণয় অমূল্য ধন। অন্যান্য সা-মান্য-ধন-সংগ্রহে শিথিল-যত্ন হইয়া কেবল সেই ধন

সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলেও বোধ হয় সাংসারিক সুখ পরম্পরা সম্ভোগের অসদ্ভাব থাকে না ; চিরকাল সুখ-সচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাহার অভিলাষ আছে, অন্তঃকরণকে নিয়ত অবিরক্ত ও সন্তুষ্ট রাখিতে যাহার ইচ্ছা আছে, অভিলাষের অনুরূপ এবং সময়ের উচিত ব্যবহার করিতে যাহার প্রবৃত্তি আছে, প্রণয় উৎপাদন-বিষয়ে তাহাকে এক ব্রত হওয়াই শ্রেয়। একান্ত যত্ন ও আগ্রহ না থাকিলে, প্রণয়-পদার্থ লব্ধ হইবার অন্য উপায় নাই।

যদিও দাম্পত্য-সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উভয়ের পক্ষে সমান, কিন্তু কোন কোন হেতুতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষকে বিশেষ করিতে হয়। স্ত্রীজাতির শারীরিক বল অপেক্ষাকৃত অল্প, এ জন্য তাহাদিগকে স্বামীর উপার্জ্জন ও অন্য অন্য সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, কার্য্য বিশেষে এমনও দেখা যায় যে, স্বামীর সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্পাদন করিবার উপায় নাই। এই নিমিত্তে স্বামীই স্ত্রীলোকের সর্ব্ব বিষয়ে এক মাত্র প্রধান অবলম্বন। তাহাদের যাহা প্রয়োজনীয় ও যাহা বাঞ্ছনীয় তাহা স্বামী হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে। স্বামী তাহাদের সুখ দুঃখ

উভয়েরই আকর। স্বামীর নিকটে সীমন্তিনী যাহা প্রার্থনা করে, তাহা পরিপূর্ণ করা অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য হইলেও প্রণয়ের অনুরোধে তাহাতে ঔদাস্য বা আলস্য প্রদর্শন স্বামীর কর্ত্তব্য নহে। স্বামী সহধর্ম্মিণীর ইষ্ট-সাধনে অমত করিতে কখনই সমর্থ নহেন। ফলতঃ স্বামী সহচারিণীর পক্ষে প্রভু, ভৃত্য বা বয়স্য যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই বলা যাইতে পারে। কখন কখন তাহাদিগকে জায়ার নিকট নাটকোক্ত নটের ন্যায়, উপদেশার্থ গুরুর ন্যায়, কার্য্যকালে অধীনের ন্যায় ও সময়ক্রমে আত্মার ন্যায় কার্য্য করিতে হয়, কেবল প্রণয়ানুরোধেই প্রণয়িণীর সমীপে পুরুষগণ তাদৃশ কার্য্য সাধন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে, নতুবা অন্য কোন প্রকার লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, এমত নহে। যদি প্রণয়ের অনুরোধ বশতঃ পুরুষ সকল আপন সহধর্ম্মিণীর সহিত উল্লিখিত রূপ ব্যবহার না করিত, তাহা হইলে স্ত্রীজাতিকে অনেক বিষয়ে অসুখিনী হইয়া থাকিতে হইত এবং তাহাদের অভিলষিত অনেক কার্য্য সমাধা হইতে পারিত না; দাম্পত্য যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখকর বলিয়া বর্ণিত হই-

য়াছে, তাহা না হইলে সর্ব্বতোভাবে তাহারও অন্যথা হইত।

পুরুষ সকল প্রণয়ানুরোধে সহধর্ম্মিণীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, স্বামীর সহিত স্ত্রীদিগেরও অকপটে সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। উভয়ে উভয়ের মনোরঞ্জন জন্য সমান উদ্যোগী না হইলে, কখনই সর্ব্বতোভাবে সুখোদয় হয় না। স্ত্রীগণকে উপার্জ্জনাদি বিষয়ে স্বামীর সাহায্য করিতে হয় না, কেবল স্বামী যাহাতে অসুখ-বোধ না করেন, তাহারই চেষ্টা করিলে যথেষ্ট হয়। স্বামী ক্ষুধিত ও ক্লিষ্ট হইলে, তাঁহাকে যত্ন-পূর্ব্বক আহারাদি করিতে দেওয়া, স্বামী কোন কারণ বশতঃ দুঃখিত-চিত্ত হইলে, মিষ্টালাপ-দ্বারা সন্তোষ উৎপাদন করা, স্বামী ঈপ্সিত-বিষয়ের অভাব জন্য অসন্তুষ্ট না হন, তাহাতে মনোযোগ রাখিয়া উপস্থিত-মত তাহা সাধন করিতে সহকারিণী হওয়া, স্বামীর অনুমতির অবাধ্যা না হইয়া আজ্ঞামত সাধ্য অনুসারে তাহা প্রতিপালন করা, স্বামীর শারীরিক পীড়া জন্মিলে, তাচ্ছল্য না করিয়া শুশ্রূষা করা, স্বামীর সুখের সময়ে সুখিনী হওয়া ও দুঃখের সময়ে

দুঃখের অংশ লওয়া, ইত্যাদি স্ত্রীলোকের সাধ্য-বিষয়ের প্রতি যত্ন করিলে, স্বামীর প্রণয়ের অনুরোধ রক্ষা করা হইতেছে, এমত বোধ হয়। কিন্তু প্রণয় এমত উত্তম পদার্থ যে, তাহা যথার্থভাবে জন্মিলে, পরস্পরের মনোরঞ্জনে কাহাকেও অনুরোধ রক্ষার চেষ্টা করিতে হয় না। প্রিয় বা অপ্রিয় যে ব্যবহার করা যাউক, সমুদায়ই সন্তোষ জনক হইয়া থাকে। বোধ হয় অনেকেরই দৃষ্ট হইয়া থাকিবে যে, প্রণয়িনী স্ত্রী কোন প্রকার অসন্তোষ জনক কার্য্য করিয়াও যদি একবার সহাস্য আস্যে স্বামীর সম্মুখে আগমন করেন, তাহা হইলে প্রবল অসন্তোষের কারাও সন্তোষের হেতুরূপে পরিণত হইয়া উঠে। মহিলাদের মিষ্টবাক্য ও সুখ-স্পর্শ অবয়ব সাহায্যে স্বামীর প্রণয় রক্ষার জন্য অন্য প্রয়াস পাইবার আবশ্যক করে না; কিঞ্চিৎ বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য করিলেই প্রয়োজন সাধন হইতে পারে।

যে গৃহে স্ত্রী পুরুষ উক্ত প্রকার ব্যবহার-দ্বারা আপনাদিগকে যথার্থ-রূপে দাম্পত্য-সুখের অধিকারী করে, সে গৃহ অন্যান্য বস্তু-বিহীন হইলেও সাংসা-

রিক সুখের একমাত্র নিকেতন হইয়া উঠে। দ্বেষ, হিংসা, কলহ প্রভৃতি সংসারের কণ্টক-সকল আর সে স্থানে পদার্পণ করিতে পারে না। সেখানে উপস্থিত হইলে, আমোদ প্রমোদ-সহ সন্তোষের আবির্ভাবই সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেক গৃহই তদ্রূপ দম্পতীতে সুশোভিত হয়, তাহা হইলে বোধ করি পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, সুখের স্থান বলিয়া স্বর্গ-লাভের অভিলাষও কালক্রমে অনর্থক হইয়া পড়ে

তৃতীয়াধ্যায়।

বালিকাগণ! তোমরা এক্ষণে কেবল পিতা মাতার স্নেহ-সম্বলিত ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করিয়া কালযাপন করিতেছ; অন্য কাহারও উপাসনা বা আনুগত্য করিতে হইতেছে না; সুতরাং পরম সুখে রহিয়াছ। ইহার পর এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, তোমাদিগকে পিতা মাতার স্নেহ-সূত্রের দৃঢ়-বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল করিয়া তাঁহাদের স্থানীয় শ্বশুর শ্বশ্রূর স্নেহ-গৃহে প্রবেশ করিতে হইবেক। এই গৃহ তোমাদের পিতৃগৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন যত্ন না করিলেও নৈসর্গিক-গুণে অসীম স্নেহ সম্ভোগ করিতেছ; ইহার পর কথঞ্চিৎ স্নেহের প্রত্যাশাও প্রচুর-যত্নসাধ্য হইবেক। যেমন মধুমক্ষিকার মধুক্রম হইতে মধু সংগ্রহ করিতে হইলে, সতর্কতা আবশ্যক করে, সেইরূপ শ্বশুর শ্বশ্রূ হইতে স্নেহ-লাভের ইচ্ছা করিলে সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন রাখে। এখন তোমরা এক প্রকার অভিনব আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছ। অতএব সাব-

ধান, যেন কোন রূপে অপ্রিয় ব্যবহার দ্বারা শ্বশুর শ্বশ্রূর বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হইও না। তাঁহাদের নিকটে সুখ্যাতির পুরস্কার লাভ সামান্য, কিন্তু নিন্দার তিরস্কার পদে পদে ইতস্ততঃ বিকীর্ণপ্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ যাঁহারা তোমাদের চরিত্র অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে আপন স্বভাবের সততা বিষয়ে বিশ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইতে হইবেক এবং ঘুণাক্ষরেও কুস্বভাবের লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তৎপক্ষে বিলক্ষণ রূপে মনোযোগ রাখিতে হইবেক, অতএব সাধ্যানুসারে লজ্জা, শীলতা, বিনয় প্রভৃতির আলোচনায় চিত্তকে অভিনিবিষ্ট কর।

তোমাদিগকে শাশুর নিকটে নিয়ত অবস্থিতি করিতে হইবেক, এজন্য অন্য অপেক্ষা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সন্তোষ সাধনার্থ অপেক্ষাকৃত চেষ্টা পাইবে। তিনি যখন যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, বিতর্ক না করিয়া তাহাতে সম্মত হইবে। তাঁহার কথার প্রতিবাদ বা প্রতিকূলতায় প্রবৃত্ত হইও না। তাঁহার চিত্ত ও চক্ষু বিরক্ত হইতে না পারে, তজ্জন্য স্বভাব ও শরীরকে লজ্জা, শীলতা ও বিনয়ের

অধীনে সর্ব্বদাই উপস্থিত রাখিবে। তিনি মাতৃবৎ গুরু, কিন্তু অনন্যুকূল দেবতার ন্যায় আরাধনীয়া; অতএব নিস্পৃহ হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা সাধনার্থ অনুষ্ঠান করিবে। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপেক্ষা শ্বশ্রূর নিয়োগ গুরুতর জানিয়া, অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়কে উপেক্ষা করিয়াও তাহা সমাধা করিবে। আপন অন্তঃকরণকে অবিরত এমত কর্ম্ম করিবার চেষ্টায় রাখিবে যেন, শ্বশ্রূর মনোগত ভাব আকার ইঙ্গিত-দ্বারা লক্ষ্য করিতে শক্য হয়। তাহা হইলে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া, নিয়োজ্য কার্য্য আপনা হইতে বিজ্ঞাত হইয়া সাধন করিতে পারিবে। এইরূপে আপন নিপুণতা ও কৌশল দেখাইতে পারিলে, শ্বশ্রূর বিশেষ স্নেহপাত্র হইতে পারিবে। শ্বশ্রূ যে বধূর প্রতি স্নেহ করেন, তাহার সুখ্যাতি লাভ অতি সুলভ। অনুকূল শ্বশ্রূ সুষার দোষাংশ গোপন রাখিয়া, প্রশংসা মাত্রই লোক-সমাজে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, এবং যাহাতে সুষার ক্লেশ না হয় ও স্বচ্ছন্দে সাংসারিক ব্যাপার সমাধা এবং লোকের নিকটে সুখ্যাতি লাভ হয়, তাহাতে তিনি স্বয়ং যত্ন করিয়া থাকেন; যে অবলার প্রতি

শ্বশ্রূর তাদৃশ অনুগ্রহ জন্মে, তাহারই শ্বশুরালয় সুখের নিলয়। শ্বশ্রূর অকৃপা-পাত্রীর দুঃখের অবসান নাই; অতএব যদি চিরকাল সুখে থাকিবার অভিলাষ থাকে, উল্লিখিত উপদেশের প্রতি মনোযোগ কর।

শ্বশুরালয়ে শ্বশুর এবং শ্বশ্রূর নিয়োগ ও মত অনুসারে কার্য্য করিয়া, সুখ্যাতিভাজন হইবার চেষ্টা করা যেমন গুরুতর কার্য্য; তাঁহাদের আত্মজাদের (ননদদের) মন যোগাইয়া কর্ম্ম করাও সেইরূপ গুরুতর; বরং অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্বশ্রূর নিকটে কখন কোন প্রকারে অপরাধ করিলে, কন্যার ন্যায় মার্জ্জনা পাইবার ভরসা আছে; কিন্তু ঠাকুর-পুত্রীদের সমীপে অপরাধ হইলে তাহার মার্জ্জনার প্রত্যাশা নাই। তাঁহারা বধূগণের স্বভাব ও কার্য্যের ছিদ্রান্বেষণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে দোষভাগিনী করিবার জন্যই সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়া থাকেন। বোধ করি ননদ-সম্বন্ধে অধিক পরিচয় দিয়া, তাঁহাদের সহিত সমুচিত ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশের আবশ্যক নাই। কারণ যাঁহাদের নিমিত্তে উপদেশ

দেওয়া প্রয়োজনীয়, তাঁহারাও আপন আপন ভ্রাতৃ-বধূদের ননদ। যদি সকলেই পরস্পর আপন আপন ননদদিগকে স্মরণ-পূর্ব্বক ভ্রাতৃবধূদের সহিত সমুচিত ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ননদ-জনিত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ননদ নামে দোষারোপ ও বধূনামের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ-দ্বারা স্ত্রীগণকে এক পক্ষে তিরস্কৃত ও পক্ষান্তরে প্রশংসা-ভাজন করিয়া উপদেশ দেওয়া বাহুল্য।

স্ত্রীজন ননদের পদে আরোহণ করিলেই উল্লিখিত রূপ কোন বিশেষ দোষ-দূষিত হইবে এমত বোধ হয় না। কেবল অন্য অপরিচিতা স্ত্রী আসিয়া একেবারে পরিজন মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিগণিত হইল এবং এত দিন যে মাতা পিতার নিকটে স্নেহ সম্বলিত প্রতিপালিত হইতেছিল, তাঁহাদের সেই স্নেহ বিভক্ত হইয়া, অন্যের প্রতি অর্পিত হইতেছে ইহা দেখিয়া, ননদেরা ঈর্ষা-প্রযুক্ত সহোদর-জায়ার প্রতি বিদ্বেষিণী হইয়া উঠে। অথবা পূর্ব্বে যাহার সহিত আলাপ মাত্র ছিল না; সেই এখন পরমাত্মীয় হইয়াছে, তাহার সহিত কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা সহসা প্রতিপাদন করিতে না পারিয়া, অযোগ্য

ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিম্বা স্ত্রী-স্বভাব সহসা অভিনবাগতা ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত সদ্ভাব বন্ধন করিতে অক্ষম হয় বলিয়া, সময় বিশেষে প্রতি-কূলাচারিণীর ন্যায় কার্য্য করিয়া, প্রথিত পরিবাদ সংগ্রহ করে। নতুবা কোন নৈসর্গিক কারণে তাদৃশ গর্হিত ভাবের আবির্ভাব হওয়া সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ যখন জন-সমাজে উল্লিখিত বিষয়ে নিন্দাবাদ শ্রুত হওয়া যায়, তখন যাহাতে সেই নিন্দার মূল-চ্ছেদন হয়, তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বি-ধেয়। তজ্জন্য অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। অন্তঃকরণে দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ, অক্ষমা ও অপ্রীতির পরিবর্ত্তে অনুকূলতা, অনুরাগ, দয়া, ধৈর্য্য ও সৌহার্দ্দ সংগ্রহে যত্ন করিলেই যথেষ্ট হয়।

পিতৃগৃহে অবস্থান সময়ে বাল্যকাল অবধি একত্র বাস ও একত্র ক্রীড়া করাতে, যাহাদের সহিত প্রণয় জন্মিয়া থাকে, শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহাদের সা-ক্ষাৎকার লাভ করাও কঠিন। তাহারাও আপন আপন ভর্তৃ-ভবনে সমানীত হইয়া থাকে। অতএব এ সময়ে তাহাদের সহবাস-জনিত সুখের প্রত্যাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় নূতন বয়স্যাদের আহরণ

করা আবশ্যক। কারণ আমোদ বিনা অন্তঃকরণে পর্য্যাপ্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট রাখিবার নিমিত্ত প্রতিবেশি-মণ্ডল হইতে মনের মত সহচরী সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু তৎকালে এই বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন করে যে, যেন বাহ্য-ব্যবহারে ভ্রান্ত হইয়া, কুস্বভাবা ও কদাচারিণী মহিলাদের সহিত মিলিত হইতে না হয়। স্বয়ং বিশুদ্ধ-চরিত্রা ও সৎস্বভাবা হইলেও সঙ্গদোষে দোষ-স্পর্শিনী হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। তবে যেমন স্বভাবের লোক হউক না কেন, সকলের নিকট মৌখিক প্রণয় ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করা অবিধেয় নয়। মিষ্ট-বাক্য ও সন্তোষজনক ব্যবহার-দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। এরূপ আচরণে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই; বরং বিলক্ষণ উপকারেরই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বধূদিগের সুখ্যাতি লাভের প্রতিই বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক; অতএব আন্তরিক বা মৌখিক প্রণয় ও সদাচার-দ্বারা শ্বশুরালয়ের প্রতিবেশিমণ্ডলকে অনুকূল করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়াও নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিবে।

চতুর্থাধ্যায়।

কালক্রমে যখন তোমরা গর্ভবতী হইবে, তখন তোমাদিগকে আহার বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই সাবধান থাকিতে হইবেক। যে পর্য্যন্ত সুসন্তান প্রসূত না হয়, সে পর্য্যন্ত কি শারীরিক কি মানসিক সমুদায় বৃত্তিকে এক প্রকার নিয়ম-পূর্ব্বক নিয়োগ করিতে হইবেক। নিতান্ত আবশ্যকীয় হইলেও কার্য্য-বিশেষকে পরিত্যাগ করিতে ও অন্য কোন সময়ে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া, পরিত্যক্ত হইলেও সেই পরিত্যক্ত কার্য্য সাধনেও সযত্ন হইতে হইবেক। এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক; ইহাতে যেরূপ সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে হয়, তাহার উপদেশ সকল সম্যক্ প্রকারে লিখিতে হইলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। তদ্বিষয়ে প্রবীণা যোষাদের নিকটে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়, এবং অন্য অন্য পুত্রবতী বয়স্যাদের কৃত কার্য্য দেখিয়াও ভূরি ভূরি অনুকরণীয় প্রয়োগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে স্ত্রীগণ-মধ্যে বিদ্যা-জ্যোতিঃ

প্রবিষ্ট না হওয়ায় তাহাদিগের ব্যবহার সমস্তের অধিকাংশই নানা দোষে দূষিত দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য তাহাদের কার্য্য দেখিয়া অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবার সময় সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। কিরূপে সংশোধন করিতে হয়, তাহা জানিবার জন্য পুস্তক-বিশেষ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন করে না। কেবল এই বিষয়ে মনোযোগ করিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে যে, "তাহাদের কোন কোন্ কার্য্য পরিণামে অনিষ্ট-জনক ও কোন্ কোন্ কার্য্য উপকারক।" কেবল কার্য্য দেখিয়া তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করা কঠিন, এ নিমিত্তে তাহার ফলের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবেক। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্য শিক্ষায় অভিনিবেশ করিলে, ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই বহুদর্শিতা জন্মিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। যদিও অনুকারিতা-দ্বারা সসত্ত্ব-দশার ব্যবহার প্রণালীর অনেক ভাগ জানিতে পারা যায়, তথাপি নিম্নলিখিত উপদেশের প্রতি চিত্তকে নিবিষ্ট করিলে, উপস্থিত সময়ে বিলক্ষণ উপকারের সম্ভাবনা।

গর্ভ-সঞ্চার হইলে, শরীরের শোণিত ও মস্তিষ্ক

প্রভৃতির ভাবান্তর হয়, সুতরাং অরুচি ও আলস্য প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্য রুগ্নবৎ ব্যবহার ও পরিশ্রম পরিবর্জ্জন করা বিহিত নয়, তাহাতে অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা আছে। বরং তৎকালে শরীরকে স্বচ্ছন্দ রাখিবার নিমিত্ত যাহাতে ইচ্ছা জন্মে তাহা তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করা ও নিয়ম মত পরি-শ্রম করিতে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়। ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হইতে থাকিলে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় ভারগ্রস্ত ও অন্তঃকরণ বিরক্ত হইয়া উঠে বলিয়া সর্ব্বদা স্থবিরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা ও অন্তঃকরণে অসুখ অনুভব করা উচিত নয়। তখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করা শ্রেয়ঃ নহে, কিন্তু যাহাতে শরীর ও মনের প্রয়োজন মত সঞ্চালন হইতে পারে, এমত কার্য্য করা এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল রাখিবার জন্য আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যেহেতু শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, " গর্ভ-মধ্যে সন্তান অবয়ব প্রাপ্ত হইলে তৎকালে তদীয় জননীর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমুদায় যে অবস্থায় থাকে, সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমস্ত ও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

এ বিষয়ের প্রমাণও প্রত্যক্ষ হয়, জন্ম অবধি পঙ্গু, খঞ্জ, কুব্জ, অন্ধ প্রভৃতির শরীর ও ক্রোধী, অভীক, নির্ব্বোধ, বিরক্ত-চিত্ত প্রভৃতির মনের ভাব অবলোকন করিলে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। সচরাচর মনুষ্যের অবয়ব ও স্বভাবাদির সাদৃশ্য দ্বারা যে, পিতা মাতার পরিচয় কাহিতে পারা যায়, উল্লিখিত হেতুই তাহার প্রধান নিদর্শন। গুর্ব্বিণীদিগকে সাধ্-ভক্ষণ করিতে দেওয়াও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ইচ্ছা অনুসারে উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিলে, শরীর ও মন সুস্থ থাকে এবং রক্ত ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি সতেজ হইয়া উদরস্থ সন্তানকে পুষ্ট ও সুস্থ করিতে পারে। প্রবীণা স্ত্রীগণ গর্ভিণীদিগকে একভাবে অধিকক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সকলকে একক্রমে বদ্ধ ও পরিচালন করিতে নিষেধ করেন। যেহেতু তদ্দ্বারা সন্তান বিকলাঙ্গ বা তাদৃশ অন্য কোন পীড়াগ্রস্ত হইতে পারে। একাকিনী স্থানান্তর গমন বা শূন্যালয়ে অবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াও উপদেশ দেন, কারণ তাহাতে সহসা ভয়ের উদয় হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে পীড়িত করিতে পারে। অধিকক্ষণ ক্রোধ দ্বেষাদির বশীভূত

হইয়া থাকিলে রক্ত ও মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া সন্তানের মানসিক শক্তিকে স্বভাবতঃ ক্রোধ ও দ্বেষাদির অধীন করিয়া তুলিতে পারে, এ জন্য তাহাতেও বারণ করিয়া থাকেন। পুষ্টিকারক দ্রব্য আহার করিলে শরীরস্থ রক্ত-রসাদির বৃদ্ধি হয় ও তদ্দ্বারা সন্তানের শরীর সবল হইয়া থাকে। অপক্ক বা নিস্তেজ দ্রব্য ভোজনে অপকার হয় বলিয়া চিকিৎসকেরা প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। এইরূপে আহার বিহারাদি বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাওয়া যায়, গর্ভসঞ্চার হইলে লাহোর প্রদেশের স্ত্রীগণ সন্তান দীর্ঘ ও প্রশস্তকায় হইবে বলিয়া কটিদেশ পরিত্যাগ করত পরিধেয় বস্ত্র বক্ষস্থলে বন্ধন করিয়া থাকে। প্রশস্ত শয্যায় হস্ত পাদাদি প্রসারিত করিয়া শয়ন করিতে ও সর্ব্বদা শুচি থাকিতে বৃদ্ধাগণ যুক্তি প্রদান করেন, ইহাতে সন্তানের মঙ্গল চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন হেতু নাই। এই সমুদায় নিষেধ ও উপদেশ স্মরণ করিলে যথেষ্ট শ্রেয়ঃ দর্শিতে পারে।

সন্তান প্রসূত হইলে পূর্ব্বের নিয়ম সকলই পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। তখন এক শরীরের ন্যায় উভয়

শরীর রক্ষার ভার লইতে হয়। তৎপূর্ব্বে আপন শরীর ইচ্ছানুসারে পোষণ করিলেও কোন বিশেষ বাধা হয় না—কিন্তু সে সময়ে সেই শরীর-নিঃসৃত স্তন্যপান-দ্বারা সন্তানের জীবন রক্ষা হয় বলিয়া সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত আহার বিহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সময়ে শারীর-বিধান বিদ্যা অধ্যয়নের প্রয়োজন করে। কারণ কিপ্রকারে সন্তানের শরীর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট না হইলে তদুপযোগী ব্যবহার দ্বারা আপন শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠা কঠিন। তবে যতদূর উপদেশ লাভ করা যাইতে পারে তাহাতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যের দেখিয়া শুনিয়াও তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে বটে—তথাপি হিতাহিত বিবেচনা করিবার জন্য আপনাকে সতর্ক করা বিধেয়। যেহেতু লোক-পরম্পরা-প্রচলিত ব্যবহার-সমুদায় সর্ব্বাঙ্গ-বিশুদ্ধ নহে। শিশুপালন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তজ্জন্য চিকিৎসকের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞতা, বিজ্ঞের ন্যায় বিজ্ঞতা, প্রবীণের ন্যায় বহুদর্শিতা ও পৃথিবীর

ন্যায় ধৈর্য্যশালিতা আবশ্যক করে। দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বোধ হয় স্বতন্ত্র উপদেশের আবশ্যক নাই—কারণ জননী পদে আরোহণ করিলেই তাহা স্বভাব-দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জননী হওয়া যে কেমন কঠিন ব্যাপার তাহা লেখা বাহুল্য। বোধ করি, তোমরা দেখিয়া থাকিবে, শিশুর রোগ জন্মিলে জননীকে রোগিণীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়, স্বয়ং আহার করিতে না পারিলেও স্তন্য-দ্বারা তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়, শিশু ক্রুদ্ধ হইলে ক্রোধ নিবারণ ও বিরক্ত হইলে সন্তোষ সাধন করিতে হয়, শিশুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হয় ও তাহার আব্দার ভাঙ্গিবার কৌশল করিতে হয়। শিশু নিদ্রিত না হইলে নিদ্রা যাইবার ও রোদন করিতে থাকিলে শান্ত্বনা না করিয়া কর্ম্মান্তরে যাইবার যো নাই। ফলতঃ শিশু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ হেতু যাহা কিছু আবশ্যক তজ্জন্যই প্রসূতিদিগকে নিয়ত বিলিপ্ত থাকিতে হয়; তাহাতে তাচ্ছল্য করিলে পদে পদে অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা।

ক্রমে ক্রমে শিশুদের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে,

ততই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমুদায় সতেজ হইয়া নানা প্রকার ব্যাপারের প্রয়োজন করিয়া তোলে—এ জন্য তখন জননীর অবকাশ আরও বিরল হইয়া উঠে। শিশুগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া কিয়ৎকাল কেবল আহার, নিদ্রা ও রোদনেরই অধীন থাকে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে গমন, ধাবন ও ক্রীড়া কৌতুকের সহিত বিহার, অম্ল, মধুর, তিক্তাদি বিবেচনা-পূর্ব্বক পান, চর্ব্বন, লেহন ও ভক্ষণ, বিবিধ প্রকার বস্তু ও জন্তুদের পৃথক পৃথক নাম ও পরিচয় জ্ঞান এবং মনের ভাব প্রকাশার্থ বাক্য কথন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে তৎকালে একমাত্র জননীকেই তৎসম্বন্ধে তাহাদের প্রধান উপদেষ্ট্রী-পদে নিযুক্ত হইতে হয়; সুতরাং কখন সহচর, কখন শিক্ষক, কখন আদর্শ প্রদর্শক হইয়া তাহাদের বিজ্ঞান কৌতুক সম্পাদন করা আবশ্যক। এই ব্যাপার আপাততঃ সামান্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণে বহুদর্শিতার আবশ্যক, তাহা উচিত মত বিদিত হইতে হইলে নিতান্ত সহজ বোধ হয় না। মনে কর, যখন বালকগণ গমন, ধাবন ও কূর্দ্দন করিবার উপক্রম করে, তখন তাহাদিগের

উদ্যোগ দেখিয়াই মনোগত ভাব অবধারণ করত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া দিতে হয় এবং তাহাতে কতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাদের শারীরিক ক্লেশ না জন্মে, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়, যখন তাহারা ক্রীড়া কৌতুক করিতে চাহে, তখন এরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক তাহার উদ্যোগ করিয়া দেওয়া উচিত যে, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের কষ্ট না হইয়া সুখ ও সন্তোষের বৃদ্ধি হয়। তাহারা নানা রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক হইলে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই দেওয়া বিধেয় নয়, যে বস্তু উদরস্থ হইলে কোন রোগ জন্মিতে না পারে ও তৃপ্তির ব্যাঘাত না হয়, এমত বস্তু আহরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বাপেক্ষা আহার বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্কতার প্রয়োজন করে—কারণ জীবনের প্রধান সুখই স্বাস্থ্য। বস্তু পরিচয়ের সময় কোন্ বস্তুর কি নাম, কি গুণ, কোথায় পাওয়া যায়, কি রূপে উৎপন্ন হয় ও কোন্ কার্য্যে প্রয়োজনীয়, সমুদায় বিস্তার-পূর্ব্বক বলিয়া দিতে হয়—যেহেতু তদ্দ্বারা তাহাদের আমোদ-সহকারে বস্তু পরিচয় হইয়া পরিণামে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও সমুদায় বস্তুই আহরণ করিয়া

ব্যাপার বিশেষে ব্যবহার করিতে শক্য হইতে পারে। শিশু সন্তানেরা বাক্য কথনে পারগ হইলে কোন্ বাক্য কি রূপে প্রয়োগ করিলে মিষ্ট ও সুসঙ্গত হইতে পারে, অন্যের বুঝিবার ব্যাঘাত না হয় ও কাহারও অসন্তোষ উৎপাদন না করে, এমত প্রণালী-শুদ্ধ বাক্যের শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। এই সকল বিষয় কি প্রকার যত্ন-সাধ্য তাহা বিবেচনা করিলেই জানা যাইতে পারে। অতএব এই সময় হইতে সাবধান হও যেন, উপস্থিত কালে আপন অবিচক্ষণতা জন্য প্রত্যবায় না হয়।

শিশুপালন বিষয়ে কন্যার প্রতি জননীর যাদৃশ যত্ন-পূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, পুত্রের প্রতি তাদৃশ চেষ্টা করিতে হয় না—কারণ বালকগণ অধ্যয়ন করিয়া এবং নানা বিধ লোকের সংসর্গে থাকিয়া ক্রমশঃ আপন আপন জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রচুর উপদেশ পাইতে পারে—কিন্তু এতদ্দেশের নিয়মানুসারে কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিবার রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অবরোধে রুদ্ধ থাকা হেতু অন্য সংসর্গও ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং পিতৃগৃহে অবস্থিতি কালে জননীর নিকট যে

কিঞ্চিৎ উপদেশ লাভ করে ও বয়স্যাদিগের সহ-বাসে যে যে ব্যবহারাদি অবগত হয়—তাহাই তাহাদের পক্ষে অসীম হইয়া থাকে। এজন্য তাহাদিগকে হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদেশ প্রদানার্থ জননীর বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। উপদেশ কালে এরূপ সতর্কতার প্রয়োজন যে, কোন প্রকারে ভ্রম বা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ না পায়। কারণ বাল্য-সংস্কার সহজে অন্তরিত হয় না। সংস্কার অনুসারে ভ্রম ও অনভিজ্ঞতা-মূলক উপদেশাবলীর বাধ্য হইলে পরিণামে তাহারা অনেক বিষয়ে লজ্জা ও অনিষ্ট-জনিত-উৎপাতে ব্যাকুল হইতে পারে। কন্যাগণ পিত্রালয় হইতে যে সমুদায় শিক্ষা লাভ করে—তাহা নির্দ্দোষ হইলেই তাহারা শ্বশুরালয়ে যাইয়া সুখ্যাতি ভাজন ও গৃহিণী-পদের উপযুক্ত হয়। নতুবা শ্বশুরালয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সম্যক প্রকারে পটুতা দেখাইতে পারে না, কাযে কাযেই স্ত্রী-সমাজে জননীর অনবধানতার দোষ বিশ্রুত হয়। যাহাতে সেই দোষ স্থান-প্রাপ্ত না হয়, তাহাতে সাধ্যানুসারে যত্ন থাকিলে পরিণামে পরম সুখের সম্ভাবনা। স্ত্রীগণ শ্বশুরা-

দয়ে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইলে জননীর যাদৃশ সুখ জন্মে, অন্য কাহারও সুখ্যাতিতে তাদৃশ সুখোদয় হয় না। বধূপদে অখ্যাতি হওয়া অত্যন্ত দুঃখের কারণ। এই সুখ্যাতির প্রতি অনুরাগ ও অখ্যাতির প্রতি ঘৃণা থাকিলে আর অধিক উপদেশের আবশ্যক করে না।

অনেক মহিলার এমত কুস্বভাব দেখা যায় যে, তাঁহারা স্বগর্ভজাত সন্তানগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশের তারতম্য করিয়া থাকেন। এই ইতর বিশেষ অত্যন্ত ঘৃণাজনক ও নির্ব্বোধতার চিহ্ন, কারণ সন্তান-পরম্পরায় জননীর সমান সম্বন্ধ। যেটী অপেক্ষাকৃত প্রিয় সেটীকে গর্ভে ধারণ করিবার সময় যাদৃশ ক্লেশ, অন্যটীর সময়েও তাদৃশ ক্লেশ হইয়া থাকে। পরম্পর সকল সন্তানগুলিই এক রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, এমত স্থলে স্নেহের তারতম্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তবে কুসন্তান হইলে তাহার চরিত্রের উপর বৈরক্তি জন্মিতে ও ক্রমশঃ অশ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে যথার্থ বটে, তথাপি জননীর বাৎসল্য-ভাব একেবারে দূরিত হইবার নহে। পুত্রের প্রতি জননীর যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে, তাহা সহজে বিকৃত হয় না।

স্বভাব দোষে তাঁহার অন্যথা হওয়া সম্পূর্ণ দোষের কার্য্য। জননীর ঈদৃশ মহদ্দোষ বর্ত্তমান থাকিলে সন্তান-পরম্পরায় প্রণয়ের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। বাল্যকালে সৌভ্রাত্র-রূপ মহামূল্য রত্নের অভাব হইলে আর কোন কালেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাদের সমুদয় জীবিত-সময় যার পর নাই অসুখে যাপন হইয়া থাকে। বোধ হয়, মাতৃদোষে সহোদর-পরম্পরায় অপ্রীতি জন্মিয়া কালক্রমে তদ্দ্বারাও গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতে পারে। গৃহ-বিচ্ছেদ কিরূপ অসুখকর তাহা লেখনীর দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অনেকেরই অবগত থাকিতে পারে যে, বিচ্ছিন্ন-গৃহের কর্ত্রীকে কত ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হয়। প্রবাদ আছে, "রাজার মা গঙ্গা পায় না." যে কর্ত্রীকে তাদৃশ ভাবে কালক্ষেপণ করিতে হয়, অনেক স্থলে তাঁহার স্বভাবের দোষই তাহার প্রধান কারণ হইয়া থাকে। অতএব সদ্ভাব-বদ্ধ সন্তানদিগের ভক্তিভাজন হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যদি সুখকর বোধ হয়, তবে যাহাতে সন্তান-সম্বন্ধে স্নেহের ইতর বিশেষ না হইতে পারে তাহাতে বিশেষ যত্ন করা বিধেয়।

সদ্ভাব-বদ্ধ সহোদরদিগের একত্রীভূত আবাস-গৃহের তুল্য সুখের আকর আর নাই এবং তাহাদের জননীর ন্যায় সৌভাগ্য-শালিনী অন্য কেহই নহে। সন্তানগণ পরস্পর বিদ্বেষ-শূন্য হইয়া জননীর সেবা ও সংসারের আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য-সাধনে তৎপর রহিয়াছে, কোন সহোদর অক্ষম হইলে তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য যত্ন করিতেছে, সাধারণের বা একের যত্ন-সাধ্য সুখ-সমৃদ্ধি সাধারণে তুল্যাংশে সম্ভোগ করিতেছে এবং তাহাদের সৌভাগ্য সন্দর্শনে অন্যান্য লোকে অনুকরণ-দ্বারা সহোদর বিচ্ছেদকে দুঃখকর বলিয়া তাহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে, এরূপ ব্যাপার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইলে বিবিধ অসুখ-প্রদ এই অবনিমণ্ডলকে যেন নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়-স্বরূপ বোধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। " পৃথিবী এরূপ ব্যাপার-সম্পন্না হইলে, যদি অসুখ অন্তরিত হয়, তবে তাহাতে সচেষ্ট হওয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যের ন্যায় এক মাত্র কার্য্য, " ইহা যাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারাই যাহাতে আপন আপন সন্তানগণ প্রণয়-সূত্রে গ্রথিত হয়, তাহার চেষ্টায় একান্ত অনুরক্ত হন। যখন সর্ব্ব সাধারণ

লোকই তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন, তখন সংসারের অনিষ্ট ঘটনার অনেকাংশ তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব স্বীয় স্বভাবের অন্তর্গত যে কোন দোষ তাদৃশ অনিষ্টের হেতু হইতে পারে, তাহার সংশোধন-পূর্ব্বক সন্তানগণকে পরস্পর সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ করিবার উপায় দেখাই জননীপদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্রমে পুত্র-বধূদের সমাগম হইলে, তাহাদের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা বিহিত, তাহার উপদেশের আবশ্যক হইবে। এস্থলে সে বিষয়ে স্বতন্ত্র উপদেশের প্রয়োজন নাই। যেহেতু শ্বশুরালয়ে প্রথম যাত্রার সময়াবধি শ্বশ্রূর কৃত আচরণ সমুদায় আলোচনা করিলে তাহার সদোষ ও নির্দ্দোষ-ভাগ পৃথক্ পৃথক্ অবগত হইতে পারে। সেই সদোষ-ভাগ অর্থাৎ শ্বশ্রূর যে প্রকার ব্যবহারে অসুখোদয় হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্দ্দোষ-ভাগ অর্থাৎ শ্বশ্রূর যে প্রকার ব্যবহারে আন্তরিক সুখানুভব হইয়াছে, পুত্রবধূদের সহিত সেই প্রকার ব্যবহার করিলেই সমুচিত হইতে পারে। পরন্তু যেন স্মরণ থাকে যে, আপন অপত্যের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা কঠিন নয়, অন্যের অপত্যকে আপন অপত্য-

রূপ স্নেহ-ভাগী করাই কঠিন। আপনার আত্মজারা ক্লেশ পাইলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, দুঃখিনী হইলে যেমন দুঃখ বোধ হয় ও সুখিনী হইলে যেমন সুখানুভব হয়, পুত্রবধূদের সম্বন্ধেও সেইরূপ বোধ করা উচিত। বধূগণ ইচ্ছা অনুসারে স্নেহ প্রাপ্ত হইলেই শ্বশ্রূর প্রতি ভক্তিমতী হইয়া শুশ্রূষা করিয়া থাকে, যেহেতু স্নেহের পরিবর্ত্ত ভক্তি।

কালক্রমে পৌত্রাদি জন্মিতে থাকিবে। তাহাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বে শিশুপালন-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ের পুনরুক্তি বাহুল্য। তবে এস্থলে ইহা জ্ঞাত করিয়া দিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, পুত্রাদি হইতে যে পরিমাণে সাহায্যের প্রত্যাশা করা যায়, পৌত্রাদি হইতেও সেই পরিমাণ সাহায্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অতএব তাহাদের সমুচিত ব্যবহারাদিতে মাতৃবৎ প্রস্তুত থাকিবে।

পুত্র পৌত্রাদি জন্মিলে সচরাচর প্রায় বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। বার্দ্ধক্য জীবনের অন্তিম অবস্থা। শেষাবস্থায় শারীরিক বলের হ্রাস হইয়া উঠে, সুতরাং জীবন যাত্রার অবশিষ্ট কালের জন্য অন্যের

সাহায্য আবশ্যক করে। সাহায্যকারী পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রাদি ও দৌহিত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলেও নানা কারণে আনুকূল্যাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। কারণ সকলের স্বভাব সমান থাকে না। অনেক কুসন্তান পূর্ব্বের তাদৃশ স্নেহ বিস্মৃত হইয়া যায়। এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সন্তান নৈসর্গিক ভক্তির উত্তেজনায় কোন সন্তান লোকাপবাদ ভয়ে কোন সন্তান ধর্ম্ম ভয়ে ও কোন সন্তান ত্যক্ত ধনের উত্তরাধিকারের প্রত্যাশায় পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকে। যখন সন্তানদের মধ্যে এপ্রকার বিসদৃশ ব্যবহার ঘটিয়া থাকে, তখন পৌত্রাদি পরিবারগণের স্বার্থানুরোধ ব্যতিরেকে শুশ্রূষা করিবার কথা মনেও স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব পরিণামের উল্লেখিত রূপ ঘটনা স্মরণ-পূর্ব্বক যাহাতে পরিবারগণ কোন না কোন অনুরোধে বাধ্য হইতে পারে, সর্ব্বদা কৌশল ক্রমে এমত চেষ্টাযুক্ত থাকা প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য করা উচিত।

পঞ্চমাধ্যায়।

যত দিন শ্বশ্রূ বর্ত্তমান থাকেন, তত দিন বধূগণ গৃহ-কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সে বিষয়ের সমুদায় ভার শ্বশ্রূর প্রতি অর্পিত থাকে। শ্বশ্রূ অবর্ত্তমানে বধূদিগকেই সেই ভার সম্যক প্রকারে বহন করিতে হয়। প্রথমতঃ তাহা অত্যন্ত গুরুতর বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা অন্য অন্য ব্যাপার অপেক্ষা গুরুতর তাহার সন্দেহ নাই। যে কোন বিষয় হউক, উপদেষ্ট্রী থাকিলে তাঁহার অভিপ্রায় লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করা যাইতে পারে। এ সময়ে উপদেষ্ট্রীর অভাব, সুতরাং সমস্ত ব্যাপারে স্বয়ং বিবেচনা-পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে হয়। যে ব্যাপারে বিবেচনার ত্রুটি হইবেক তাহা হয় বিনষ্ট হইয়া যাইবেক না হয় অসম্পন্ন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত করিবেক। কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতি সাহায্যকারিণী থাকিলেও তাহারা সকল কার্য্যেই কর্ত্রীর উপদেশের অপেক্ষা করে এবং কোন কার্য্যের

ভার তাহাদের প্রতি অর্পিত হইলে তাহাতে অযত্ন করিলেও অসম্পাদ্য থাকিবেক না, কর্ত্রীর তত্ত্বাবধারণে অবশ্যই সময় ক্রমে সম্পাদিত হইবেক, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বদাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে— কিন্তু কর্ত্রীর শৈথিল্য করিবার সাধ্য কি? তিনি যাহা না করিবেন তাহা হইবার আর উপায় নাই, এজন্য সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা বিলক্ষণ সতর্কতার আবশ্য করে। বহুদর্শিতাও এই সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ফলতঃ অন্যের সাহায্য ও উপদেশ বিনা কেবল চেষ্টা-দ্বারাই গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাশালিনী হইতে হইবেক।

এই অবস্থায় সকলে গৃহিণী আখ্যা প্রদান করে। স্ত্রীলোকদের এই আখ্যাই প্রধান সম্মান। ইহা যে সময়ে প্রদত্ত হয়, সে সময়ে সমযোগ্য বা আপন অপেক্ষা উচ্চ-পদস্থা কেহই থাকে না। পরিবার মধ্যে যাহারা বর্ত্তমান থাকে, সকলেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। পরিবার বর্গের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার বহন গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও সাংসারিক সমুদায় আবশ্যকীয় ব্যাপার যথা বিধানে সম্পাদন এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে একাকিনী প্রবৃত্ত হইতে

হয়, সুতরাং গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সামান্য নহে, প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি গুরুতর। ইহা অনেকেরই বিদিত থাকিতে পারে যে, আপন জীবন-যাত্রা ও সংসার-যাত্রার উপযোগী ব্যাপার সম্পাদন করা অপেক্ষা অন্যের জীবন ও সংসার-সম্বন্ধীয় ব্যাপার সাধন করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বিবেচনা কর, পরিবারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির কেমন স্বভাব, কোন্ ব্যক্তির কেমন অবস্থা, কোন্ ব্যক্তির কেমন প্রবৃত্তি পরীক্ষা-দ্বারা বিবেচনা-পূর্ব্বক তাহাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। কোন বিষয়ে বিবেচনার ত্রুটি হইলে পরিবারের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, অসন্তোষ ও ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে ও তজ্জনিত অন্যান্য অনিষ্ট-জনক ঘটনাও উপস্থিত হয় এবং গৃহ-কার্য্যের বিশৃঙ্খল ও সংসারের অমঙ্গলের কারণ উদ্ভাবিত হইয়া উঠে। দেখিতেও পাওয়া যায়, গৃহিণীর অবিবেকতা জন্য পরিবারস্থ ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ বা পরিবারস্থ সমস্ত লোকই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া পরিণামে নিতান্ত অনাত্মীয়—বৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। কর্ত্রীকে সামর্থ্য-হীনা করিয়া যখন অন্তিম অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন

যাহারা পূর্ব্বে কর্ত্রীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে তাহারা তাঁহার সেবা করা দূরে থাকুক, তাচ্ছল্য-পূর্ব্বক নিতান্ত শত্রুবৎ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এ অবস্থায় পরিবারদের তাদৃশ ব্যবহার কি প্রকার ক্লেশ দায়ক তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব গৃহিণী-পদারোহণ করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে না থাকিয়া সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টায় থাকা বিধেয় যে, কি প্রকারে কার্য্য করিলে নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দ-রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ও কিরূপ ব্যবহার করিলে পরিবারস্থ লোক বিরক্ত না হইয়া অনুগত হইতে পারে ও আপন বার্দ্ধক্য কালে সাহায্য করিতে বিরত না হয়। তৎকালে আর নূতন উপদেশকের ছাত্রত্ব স্বীকারের ও হিতবোধ পুস্তক পাঠের অবকাশ থাকে না- কেবল ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা, বিবেক, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল সংগ্রহ করা. প্রতিষ্ঠাশালিনী বর্ষীয়সীদিগের কৃত কার্য্যের অনুসরণ করা, ইতঃপূর্ব্বে আপনার শ্বশ্রূ যে প্রণালীতে গৃহিণীর কার্য্য সমাধান করিতেন ও অধীনদিগের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহার অনুকরণ করা এবং আপন জননীর প্রদত্ত

উপদেশাবলী স্মরণ করা এক্ষণকার কার্য্য-ক্ষমা হই-বার উপায়। যে মহিলা তাদৃশী সতর্কা ও সযত্না হইয়া গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার জীবনের অবশিষ্ট কাল নিরাপদে ও সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়ই হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

অনেকে সামান্য বিবেচনায় বোধ করিয়া থাকেন, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত ক্ষুদ্র ভার বহনের ন্যায় সহজ, কিন্তু জীবিতাবস্থায় সম্পাদ্য ব্যাপার সমুদায়ের মধ্যে এরূপ কঠিন ব্যাপার অতি বিরল। যাঁহারা যথাবিধানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগের কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে তদ্বিষয়ের সম্যক প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পর-স্পর বিভিন্ন-প্রকৃতি পরিবার বর্গে বেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা এমত গুরুতর কার্য্য যে, অখণ্ড-ভূমণ্ডলের একাধিপত্য বিস্তার রূপ বৃহৎ কা-র্য্যের ন্যায় বলিয়াও তাহার পরিমাণ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবাপন্ন পরিবার-বর্গের মনোরঞ্জন করা ও তাহাদিগকে একত্রে মি-লিত করিয়া পরস্পর ঐক্য রাখিবার নিমিত্তে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা এবং তাহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে

সময়োচিত সুখ সমাধান-পূর্ব্বক প্রয়োজন সাধন করা কেমন কঠিন ব্যাপার, সম্যক প্রকারে যিনি তাহা অবগত আছেন, তিনি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সামান্য বিষয় বলিতে কখনই সাহস করিতে পারেন না। কেবল পরিবার প্রতিপালন করিলেই যে সংসারের কার্য্য করা হয় এমত নহে, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সমুচিত ব্যবহার-দ্বারা তাহাদিগের নিকট হইতে স্নেহ, ভক্তি ও প্রশংসা সংগ্রহ করা, প্রতিবেশিমণ্ডলে সদ্ব্যবহার বিস্তার করত তাঁহাদিগের প্রীতিপাত্র হইতে পারা ও অতিথি সৎকারে সন্তুষ্ট অভ্যাগত লোকের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুখ্যাতি বাক্য ইতস্ততঃ হইতে শ্রবণ করিবার উপযুক্ত কার্য্য করা, সংসার সম্বন্ধে এবম্বিধ কত যে কর্ত্তব্য কার্য্য নিরূপিত আছে তৎসমুদয় সংখ্যা করাই সুকঠিন ; কিন্তু কর্ত্রীদিগকে অভিজ্ঞতা-দ্বারা সেই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়া যথাবিধানে সম্পাদন করিতে হয়, অতএব সাবধান, যেন অল্পবুদ্ধি লোকের ন্যায় সাংসারিক ব্যাপার সহজ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। সংসার নির্ব্বাহার্থ যত দূর পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে শক্য হওয়া যায়,

বিজ্ঞাপন।

মৎপ্রণীত "প্রিয়দর্শন" নামক পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে ৷৹ আট আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল, সম্প্রতি গ্রাহকগণের সুলভ করিবার জন্য তাহার মূল্য ।৶৹ আনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীগোপীনাথ দাসগুপ্ত।